যুগান্তর

FEB. 1 4 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# পটিয়ায় মাদ্রাসা ছাত্র জনতা পুলিশ ত্রিমুখী সংঘর্ষে একজন নিহত

## আহত শতাধিক ○ ১৪৪ ধারা জারি ○ বিডিআর তলব

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের পটিয়ায় গতকাল বুধবার বিকালে স্থানীয় জমিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া (জামেরিয়া) মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে জনতা এবং পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনায় পটিয়া সদর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় কয়েকশ' রাউন্ড গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে কাজী ফরিদ নামে পটিয়া সরকারি কলেজের এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। আহত হয় ১২ পুলিশসহ শতাধিক ছাত্র-জনতা। এর মধ্যে অন্তত ১০ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা আজ বৃহস্পতিবার পটিয়ায় হরতাল ডেকেছে। বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে চলা এ সংঘর্ষের সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা এ সময় মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণাধীন ঈদগা মাঠের দেয়াল ভেঙে ফেলে এবং স্থানীয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় কেন্দ্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে প্রশাসন অতিরিক্ত পুলিশ এবং বিডিআর তলব করে। এ সময় পটিয়া সদরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ও রেল সংঘর্ষে : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১



*পটিয়ায় সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশি অ্যাকশন (বাঁয়ে); বিক্ষুব্ধ জনতার অগ্নিসংযোগ (মাঝে); আহত একজনকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে (ডানে)* -যুগান্তর

## সংঘর্ষে : নিহত ১

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সন্ধ্যায় পটিয়া সদরের পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। রাত ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এলাকায় থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পটিয়া সদরে অবস্থিত জামেরিয়া মাদ্রাসার (খারেজি) ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। স্থানীয় জনগণ মাদ্রাসাটিকে ওহাবি মাদ্রাসা হিসবে চিহ্নিত করে আসছিল। বুধবার মাদ্রাসার ছাত্ররা পটিয়ার গোবিন্দরখিল এলাকার জনৈক নুরুল ইসলামের ৫২ শতাংশ জায়গা দখল করে নিলে এ বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। ওই বিরোধের জের ধরে মঙ্গলবার স্থানীয় জনতার সঙ্গে মাদ্রাসা ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ঘটে। এ সময় স্থানীয় কমিশনার শফিকুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোক আহত হন। এতে জনতা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা পটিয়া সদরে ঘটনার প্রতিবাদে বিকালে একটি প্রতিবাদ সভা এবং পটিয়ায় হরতাল আহ্বান করে।

এদিকে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এ আশঙ্কায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং জমির মালিকের সঙ্গে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপারে গতকাল সকাল থেকে কয়েক দফা বৈঠকও হয়। প্রশাসনের মধ্যস্থতার ফলে স্থানীয় জনতা তাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় এবং স্থানীয় ইউএনও অফিসে বৈঠক ডাকে।

পটিয়ার ইউএনও জাকিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিকাল ৪টায় প্রশাসন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় জনতার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) নজরুল ইসলাম, এএসপি পটিয়া সার্কেল, ওসি পটিয়াসহ স্থানীয় পৌরসভার কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ত্রিপক্ষীয় এই বৈঠক চলাকালে পটিয়া সদরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে মাদ্রাসার ছাত্ররা ...

আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময় পটিয়া এবং তার আশপাশ এলাকায় হাজার হাজার লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় উঠে আসে। অবশ্য পুলিশ পুরো মাদ্রাসা এলাকা ঘিরে রাখে। রাস্তায় জনতা নিহত ফারুকের লাশ নিয়ে বড় বড় মিছিল শুরু করে এবং মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ঈদগা মাঠের দেয়াল ভেঙে ফেলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই মাঠের জমিটিও মাদ্রাসার ছাত্ররা জোর করে দখল করেছে। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণাধীন দাতব্য চিকিৎসালয় ও ৪টি কটেজে আগুন ধরিয়ে দেয়। সংঘর্ষ চলাকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম-দোহাজারী সড়কে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সন্ধ্যায় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে এবং বিডিআর তলব করে। বিডিআর সদস্যরা সন্ধ্যার পর থেকে এলাকায় টহল শুরু করে।

পটিয়া প্রতিনিধি জানান, সন্ধ্যার পর পুরো পটিয়া সদর ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার একেএম শহিদুল হক, অতিরিক্ত ...